যুগান্তর

তারিখ ... 13 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ .....

ভর্তি কেলেংকারি

দুর্নীতিতে বারংবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেশে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও যে দুর্নীতিমুক্ত থাকিতে পারে না— ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি কেলেংকারি উহাই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি নূতন নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিদ্যাপীঠেও একাধিকবার ভুয়া ছাত্রছাত্রী ধরা পড়িয়াছে। বুয়েটের পরীক্ষায় হইয়াছে অনিয়ম। মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রতি বৎসর ছাত্র ভর্তি লইয়া তেলেসমাতি কাণ্ড কম হইতেছে না। হাল আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলির দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার আবশ্যিক ইংরেজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠিয়াছে। তাই বলিয়া স্বনামধন্য ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে এত বড় কেলেংকারি? লজ্জার মাথা খাইয়া অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও শেষ পর্যন্ত মূল্যবোধ বলিয়া কিছু আর অবশিষ্ট রহিল না। কোমলমতি যেই শিশুটি তাহার অভিভাবক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় বাঁকা পথে ভর্তির সুযোগ পাইল, পরবর্তী জীবনে প্রকৃত মেধা বিকশিত করিয়া সে যতই সফল হউক না কেন, অসদুপায় অবলম্বনের গ্লানি সে ভুলিতে পারিবে না কিছুতেই। ইহা সত্য যে, দেশের নামি-দামি স্কুলগুলিতে প্রতিবৎসরই ভর্তি পরীক্ষা লইয়া ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। ভালো একটি বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের সে কী দৌড়ঝাঁপ। অবোধ শিশুদের লইয়া শুরু হয় ভর্তি কোচিং আর তদবিররাজি। স্কুলগুলিও এই সময় নড়িয়া-চড়িয়া বসে। রাজধানীর দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টারিংসহ ডোনেশন এবং উন্নয়ন ফি'র দাপট তো রহিয়াছেই। সঙ্গে রহিয়াছে ক্ষমতাবান একশ্রেণীর শিক্ষকের দৌরাত্ম্য আর কোচিং সেন্টারগুলির যোগসাজশ। 'শতভাগ গ্যারান্টি' দিয়া ভর্তি করিবার মতো কোচিং সেন্টারও রহিয়াছে। যাহা হউক, ভিকারুননিসায় ভর্তিতে অনিয়ম লইয়া এতদিন তেমন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। তাই বলিয়া একেবারেই কিছু হয় নাই, উহাও বলা যাইবে না। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ক্ষমতাধর সরকারি আমলা, মন্ত্রী-মিনিস্টার ও দাপুটে ব্যবসায়ীদের কিছু তদবির থাকিতেই পারে। কিন্তু ২০০৭ সালের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে বেশি নম্বরপ্রাপ্ত শিশুদের বাদ দিয়া তদবিরের মাধ্যমে কম নম্বরপ্রাপ্ত ২১৬ ছাত্রীকে তালিয়াতির আশ্রয় লইয়া ভর্তি করানো— থলির বিড়াল বুঝি এইবার সত্যিই বাহির হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই সকল কোমলমতি শিশুর প্রথম বর্ষ অতিক্রান্ত হইতেছে— উহাদের কী দোষ? দায়-দায়িত্ব তো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরই বর্তাইবে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের তদন্ত কার্যক্রমে বাহির হইয়া আসিয়াছে ঐ সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য। ভর্তি কেলেংকারির পাশাপাশি ভিকারুননিসায় অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ে দুর্নীতিও তদন্ত করিয়াছে নিরীক্ষা কমিটি। ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে মোট শূন্য আসন উল্লেখ না করা, ভর্তি কমিটি গঠন না করা, মেধার ভিত্তিতে ফল প্রকাশ না করা, প্রকৃত মেধাবীদের বঞ্চিত করিয়া কম নম্বরপ্রাপ্ত বিপুলসংখ্যক শিশুকে ভর্তি করা ইত্যাদি অনিয়ম ধরা পড়িয়াছে তদন্ত প্রতিবেদনে। ভর্তি বিষয়ে আর্থিক সংশ্লেষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না মিলিলেও ছাত্রী ভর্তিতে মাথাপিছু লক্ষাধিক টাকা ঘুষ লেনদেন একরকম ওপেন সিক্রেট বলিয়া জানা গিয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অধ্যক্ষও পরোক্ষভাবে উহা স্বীকার করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হইল, যদি মেধা তালিকাবহির্ভূত ও তদবিরের মাধ্যমেই ভর্তি করা হইবে, তাহা হইলে প্রতি বৎসর ঢাকঢোল পিটাইয়া ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের প্রয়োজন কী? স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা মহল হইতে ভর্তির চাপ থাকিতেই পারে। ইহার জন্য একটি বরাদ্দ থাকাও বিচিত্র নহে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভর্তিচ্ছুদের নামের তালিকায় কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বেশি নম্বরপ্রাপ্তদের নাম বাদ দেওয়া কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। যাহা হউক, তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত স্কুল এন্ড কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও গভর্নিং বডি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মতো একটি ভালো স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অনিয়ম কোনভাবেই কাম্য নহে। যেই কোন মূল্যে উহা বন্ধ করিতে হইবে। পাশাপাশি ভর্তিসহ প্রতিষ্ঠানটির সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় থাকিবে বলিয়াই সকলের প্রত্যাশা।